Islami Ain O Bichar
Vol. 21, Issue: 84
Octo-Dec. 2025

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2025-08-11
Published : 2026-02-19

DOI: 10.58666/iab.v21i84.303

Liability of Juvenile Offenders : A Comparative Analysis between Islamic Law and Modern Law

Ahmed Reza*

Abstract

Juvenile delinquency is a multifaceted social and legal phenomenon in contemporary society. Islamic criminal law, which is rooted in the Qur'an and Sunnah, has a unique doctrinal structure in relating culpability of minor offenders. Studies show that in the framework of Islamic jurisprudence a juvenile does not come under the full criminal responsibility but at the same time, the legal system tends to focus on rehabilitative discipline (Ta'dib) and moral instruction. On the other hand, modern criminal law has established specific systems for delinquents that include juvenile courts, dedicated correctional facilities, and rehabilitation programmes. This paper first explores the liability of minors in relation to the concept of Qur'an and Sunnah, and then analyses the viewpoints of the four principal schools of Islamic jurisprudence (Madhhabs). It further provides a comparative assessment which includes the Children Act of Bangladesh, international instruments, and particularly the Convention on the Rights of the Child (1989) and the contemporary judicial system. Sociological and psychological evaluations indicate that juvenile delinquency is, in almost all circumstances, caused by familial, environmental, and social factors; therefore, this also means that the most successful way to remedy this issue is through educational and psychological rehabilitation. The findings show that both Islamic and modern legal systems emphasize reformation, moral education, and rehabilitation rather than punishing juvenile offenders. Islamic law, however, has a larger focus on moral and spiritual edification, whereas modern law is much more focused on social security and psychological support. The study concludes that integration of Islamic moral education involving modern rehabilitative policies is imperative in the prevention of juvenile delinquency, thus facilitating the transition of juvenile offenders to responsible and ethical citizens in the future.

Keywords : Juvenile delinquency, Responsibility, Islamic Criminal Law, Qur'an-Sunnah, Modern law.

* Ahmed Reza is an Assistant Professor, Islamic Studies, SSHL, Bangladesh Open University. Email: ahmedreza.du@gmail.com

কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা : ইসলামি আইন ও আধুনিক আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

কিশোর অপরাধ আজকের সমাজে একটি জটিল সামাজিক ও আইনগত সমস্যা। ইসলামি ফৌজদারি আইন এবং কুরআন ও সুন্নাহ নাবালক অপরাধীর দায়বদ্ধতাকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করেছে। গবেষণায় দেখা যায়, ইসলামে কিশোর (নাবালক) ব্যক্তির পূর্ণ ফৌজদারি দায় নেই; বরং তার জন্য শিক্ষামূলক শাস্তি (তাদিব) ও নৈতিক নির্দেশনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপরদিকে, আধুনিক ফৌজদারি আইন নাবালকের জন্য কিশোর আদালত, সংশোধনাগার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশেষ নীতি প্রণয়ন করেছে। প্রবন্ধে প্রথমে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নাবালকের দায়বদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরে ইসলামি ফিকহের চার মাযহাবের মতামত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের শিশু আইন, আন্তর্জাতিক কনভেনশন (Convention on the Rights of the Child 1989) ও সমসাময়িক বিচারব্যবস্থার তুলনা করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, কিশোর অপরাধ প্রাথমিকভাবে পরিবার, পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবের কারণে ঘটে এবং এর প্রতিকার শিক্ষামূলক ও মানসিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে সম্ভব। গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি আইন ও আধুনিক আইন উভয়ই কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধন, নৈতিক শিক্ষা ও পুনর্বাসনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তবে ইসলামি আইন অধিকতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করেছে, আর আধুনিক আইন বেশি গুরুত্ব দিয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তায়। সুপারিশ হিসেবে বলা যায়, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামি নৈতিক শিক্ষা ও আধুনিক পুনর্বাসন নীতির সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। এর ফলে কিশোর অপরাধীরা ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল ও নৈতিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

মূলশব্দ : কিশোর অপরাধ, দায়বদ্ধতা, ইসলামি ফৌজদারি আইন, কুরআন-সুন্নাহ, আধুনিক আইন।

ভূমিকা

মানব সমাজে অপরাধ একটি রূঢ় বাস্তবতা। সমাজের পূর্ণবয়স্কদের পাশাপাশি শিশু-কিশোররাও নানা কারণে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তবে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা নির্ধারণ একটি জটিল প্রশ্ন। ইসলামি ফৌজদারি আইন অনুযায়ী দায়বদ্ধতার ভিত্তি হলো 'বালেগ' হওয়া। কুরআন ও সুন্নাহয় নাবালকের ওপর শরীয়তের দায়ভার আরোপিত হয় না। অন্যদিকে আধুনিক আইনে বয়সসীমা নির্ধারণ করে কিশোর অপরাধীদের জন্য ভিন্ন বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা সমসাময়িক আইন ও সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান বিশ্বে কিশোর অপরাধ একটি জটিল সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিশোর অপরাধের হার ক্রমবর্ধমান। আধুনিক আইন কিশোরদের অপরাধের দায় সীমিত করে এবং পুনর্বাসনকে অগ্রাধিকার দিলেও ইসলামি আইন এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে, যেখানে বয়স, বুদ্ধি

ও পরিপক্বতাকে অপরাধের দায় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড ধরা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহতে নাবালক ও প্রাপ্তবয়স্কদের দায়বদ্ধতা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিস শরিফে শিশুদের উপর দায়বদ্ধতা আরোপ না করার স্পষ্ট নির্দেশনা আছে, যা থেকে বোঝা যায় কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে ইসলামি আইন কেবল শাস্তি নয় বরং শিক্ষাদান ও সংস্কারকেই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়েছে। অন্যদিকে, আধুনিক আইনও বয়সভিত্তিক বিভাজন করে থাকে, তবে এর প্রয়োগ, সীমাবদ্ধতা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা ইসলামি আইনের থেকে ভিন্ন। এই প্রেক্ষাপটে কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক আইনের আলোকে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা নিয়ে একটি তুলনামূলক গবেষণা করা সময়ের অপিরিহার্য দাবী। যেখানে পাশ্চাত্য আইন ও ইসলামের নীতির মধ্যে সমন্বয় করে একটি মডেল সমাধান পেশ করা হবে। এ লক্ষ্যেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো–

- ইসলামি ফৌজদারি আইনে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা বিশ্লেষণ করা।
- আধুনিক আইন ও আন্তর্জাতিক আইনে কিশোর অপরাধীর বিচারব্যবস্থা পর্যালোচনা করা।
- সমকালীন বাস্তবতায় ইসলামি ফৌজদারি আইনের নির্দেশনা কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কতটা কার্যকর তা পর্যালোচনা করা।

গবেষণার প্রশ্ন

- ইসলামি ফৌজদারি আইনে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতার ভিত্তি কী, হানাফি ফিকহসহ অন্যান্য মাজহাবে কিশোর অপরাধীর অপরাধ ও শাস্তির বিধান কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?
- ইসলামি আইন ও আধুনিক আইনের মধ্যে কিশোর অপরাধ বিষয়ে মিল ও অমিল কতটুকু?
- সমকালীন বাস্তবতায় ইসলামি ফৌজদারি আইনের নির্দেশনা কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কতটা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োগযোগ্য?

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন, হাদিস, প্রাচীন ফিকহ গ্রন্থ (বিশেষত হানাফি মাযহাব), বাংলাদেশি আইন (Children Act 2013, Penal Code 1860), আদালতের রায়, বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ, বই, জার্নাল, আন্তর্জাতিক আইন, এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis) পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইসলামি আইন ও আধুনিক আইনব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা ও শাস্তিযোগ্যতা বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রীয় আইন ও ইসলামি শরিয়তের আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম। বিশেষত বয়স, মানসিক পরিপক্বতা, অপরাধের ধরন, বিচার পদ্ধতি এবং শাস্তির প্রয়োগ এই পাঁচটি মৌলিক দিক নিয়ে বিভিন্ন গবেষক ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। নিচে এ বিষয়ক পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোর ধারাবাহিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

"Juvenile Delinquency in Bangladesh: The Impact of Familial and Economic Factors in Dhaka City," *Journal of Indonesian Economic Research*, Vol. 2 No. 2 (2024): 84–95 : এই গবেষণায় ঢাকা শহরের (১০-১৮ বছর বয়সি) কিশোরদের অপরাধ প্রবণতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিবারের অসম্পূর্ণতা বা নজরদারির অভাব, আর্থিক দুর্দশা ও দারিদ্র্য, বন্ধু-সামাজিক প্রভাব, শিক্ষা সুবিধার অভাব এসবই কিশোরদের চুরি, ভাংচুর ও অবৈধ মদ্যপানে জড়ানোর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কিশোর অপরাধের কারণ-প্রবণতা ও সামাজিক নির্ণায়ক বিষয়গুলো এখানে গবেষণা করা হয়েছে।

তবে গবেষণাটিতে ইসলামি আইনের গভীর বিশ্লেষণ করা হয়নি। অপরাধকে হদ্দ, কিসাস ও তাযির শ্রেণিতে ভাগ করে কিশোরদের শাস্তির অবস্থানও ব্যাখ্যা করা হয়নি। ফলে এটি মূলত আধুনিক আইনের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছে।

Nourddine, Dr. Amari & Elmabrouk, Dr. Mansouri. "Criminal Responsibility Of Juveniles In Secular Law And Islamic Jurisprudence". Russian Law Journal, Volume -XII (2024), Issue 2, pp. 2780-2789: এই গবেষণাটি সেকুলার আইনের দৃষ্টিতে কিশোর অপরাধীর অপরাধ-দায় ও প্রাপ্তবয়স্কতার বয়স নির্ধারণ বিশ্লেষণ করেছে। ইসলামি আইনের সাধারণ নীতিতে বালেগ হওয়া, শারীরিক পরিপক্বতা এবং নৈতিক দায়িত্ববোধ (taklif) এর ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে তুলনামূলক বিশ্লেষণ থাকলেও ইসলামি ফিকহকে একক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, মাযহাবভেদে পার্থক্যের আলোচনা নেই। গবেষণাটি অপরাধের ধরণভেদে কিশোরের দায়বদ্ধতার অবস্থান, ইসলামি অপরাধবিধির শ্রেণিবিন্যাস এবং রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে বিস্তারিত তুলনা এড়িয়ে গেছে। ফলে এটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হলেও শরিয়তভিত্তিক গভীরতা নেই।

Samudin, Dr. Siti Aisyah., Hanafi, Dr. Hanira & Afendi, Siti Hajar Mohd. "The Interpretation of Age of Criminal Responsibility for Juvenile Offenders from the Perspectives of Islamic Jurisprudence and Malaysian Law". Journal of Propulsion Technology, Vol. 44, No.4 (2023), pp.3938- 3946: এ গবেষণায় মালয়েশিয়ার আইনে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা এবং বিচার-ব্যবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি ফিকহে বালেগ হওয়া, তামিয বা ভাল-মন্দ পার্থক্য করার বয়স, এবং মানসিক সক্ষমতার ওপর

ভিত্তি করে দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা হয় এসব নীতি তুলে ধরা হয়েছে। তবে গবেষণাটি মালয়েশীয় প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ; দক্ষিণ এশিয়ার আইন, বিশেষত বাংলাদেশের 'শিশু আইন ২০১৩' ও দণ্ডবিধির সাথে তুলনা নেই। একইভাবে হানাফি মাযহাবের দলিলনির্ভর বিধান আলোচিত হয়নি। অপরাধকে তিন শ্রেণিতে বিবেচনা করে দায়বদ্ধতার স্তর ব্যাখ্যার অভাবও চোখে পড়ে।

Ahangaran, Mohammad Rasool & Abbasi, Zahra., "The Age of Criminal Responsibility in Children: Some Islamic Views", *International Journal of Pediatrics,* Vol.3, N.4-1, Serial No.19, Jul 2015, pp. 777-787: গবেষণাটি ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন সাধারণ ধারণা, যেমন গাইরুত তামিয বা ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে অক্ষম শিশু, তামিযশীল বা ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে সক্ষম শিশু, বালেগ শিশু সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছে। শাস্তির প্রয়োগে মানসিক ও শারীরিক পরিপক্বতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই গবেষণা মূলত তাত্ত্বিক; এতে মাযহাবভিত্তিক বিশ্লেষণ, দলিলসমৃদ্ধ আলোচনা ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনের তুলনা নেই। কিশোর অপরাধীর হদ্দ, কিসাস ও তাযির সম্পর্কিত বিশেষ বিধানও উপস্থাপিত হয়নি।

Brigadier General S M Anwar Hossain, ndc, afwc, psc. 2025. "JUVENILE DELINQUENCY: A STUDY ON TEENAGE GANG CULTURE IN DHAKA CITY". *NDC E-JOURNAL* 5 (1). Dhaka, Bangladesh:01-24 : এ প্রবন্ধে এখনকার কিশোর অপরাধের একটি বিশেষ বিষয় – গ্যাং কালচার (gang culture)-এর ওপর গবেষণা। ঢাকা শহরের কিশোরদের মধ্যে গ্যাং গঠন ও তা থেকে উদ্ভূত অপরাধ প্রবণতার কারণ, পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, "বড়-ভাই" প্রভাব, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব, খেলার জায়গার অভাব ইত্যাদি গ্যাং তৈরি এবং অপরাধে জড়ানোর কারণ হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ এখানে মূলত কিশোর গ্যাং কালচার এবং অপরাধ প্রবণতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে ইসলামি শরিয়তের নৈতিক ও ফিকহি ভিত্তি আলোচিত হয়নি।

Md. Tajul Islam, "Juvenile Delinquency in Bangladesh: Identifying the causes with prevention and rehabilitation", *Technium Social Sciences Journal*, 20(1), 308–317 (2021) : এই গবেষণাপত্রটি কিশোর অপরাধের কারণ, প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনের বিষয়ে ভিত্তিমূলক আলোচনা করে। এতে অপরাধের প্রাথমিক কারণ হিসেবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত অনিয়ম, সমাজে juvenile delinquency-র বিস্তার ও তার ক্ষতিকর প্রভাব, কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং কিশোরদের পুনর্বাসনের উপায় অর্থাৎ এখানে juvenile delinquency-এর মূল কারণ ও তা মোকাবেলার উপায় উভয়ই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মো. রফিকুল ইসলাম, *কিশোর অপরাধ ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৫): গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা

হয়েছে। এতে শাস্তির পরিবর্তে পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত।

মুফতি মুহাম্মদ ফজলুল করিম, "ইসলামে নাবালকের অপরাধ ও তাদীবের বিধান", *মাসিক আল-কাউসার* (ঢাকা, ২০২০): প্রবন্ধে কুরআন-হাদিস ও হানাফি ফিকহের আলোকে নাবালকের শাস্তিযোগ্যতা ও তাদিবের নীতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এতে আধুনিক শিশু আইনের তুলনা নেই।

মাওলানা আব্দুল হক, *ইসলামে শাস্তি ও সংশোধন নীতি* (চট্টগ্রাম: ইসলামিক পাবলিকেশনস, ২০১৭) গ্রন্থে দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য, তাযির ও তাদিবের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা নাবালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিকে বুঝতে সহায়ক।

"কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার: ইসলামী দৃষ্টিকোণ", *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ-১৬, সংখ্যা-৬৪, (2020), পৃ. ৯৯-১২৪: এই গবেষণায় কিশোর অপরাধের কারণ এবং প্রতিকার ইসলামি দিকনির্দেশনা বিশ্লেষিত হয়েছে। অপরাধের সামাজিক ও নৈতিক কারণগুলো, ইসলামি দর্শন ও নৈতিক শিক্ষা-ভিত্তিক প্রতিকার ও ইসলামি সমাজের প্রেক্ষাপটে juvenile delinquency-র প্রতিকার আলোচিত হয়েছে। এতে মূলত theological ও value-based context-এ juvenile delinquency-এর কারণ ও সমাধান আলোচনা করা হয়েছে।

উপস্থাপিত পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা বিষয়ে আংশিক তথ্য প্রদান করলেও ইসলামি আইন বিশেষত হানাফি মাযহাব ও আধুনিক বাংলাদেশি আইন উভয়ের ওপর ভিত্তি করে গভীর, দলিলসমৃদ্ধ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। সেই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণা বিষয়টিকে আরও সমন্বিত, প্রমাণভিত্তিক ও বাংলাদেশের আইনগত বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে। ফলে এ প্রবন্ধটি বিদ্যমান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে এবং কিশোর অপরাধ বিচারব্যবস্থায় গবেষণাটি শূন্যস্থান পূরণ করবে।

কিশোর অপরাধীর সংজ্ঞা, ইতিহাস ও ধারণা

শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

১৮ বছরের কম বয়সী সব শিশু 'শিশু' হিসেবে গণ্য হয়। সেই শিশুদের মধ্যে বয়সভিত্তিক ভাগ হিসেবে ১১ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত কৈশোরকাল/ কিশোর বয়স হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[1] অপরাধ অর্থ হলো আইন বা সামাজিক নীতি ভঙ্গ করার কাজ। সুতরাং "কিশোর অপরাধী" (juvenile delinquent) বলতে বোঝায় এমন

1. *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*, "Children," Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka; defines children under 18 years and categorizes them as shishu (under 5), balak/balika (6–10) and kishor/kishori (ages 11–14). Retrieved from *Banglapedia* online, https://en.banglapedia.org/index.php/Children

অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, যারা আইন কিংবা সামাজিক নিয়মনীতি ভঙ্গ করে এমন কাজ বা আচরণে জড়িত হয়, এবং তার আচরণগুলো যদি বয়স্ক ব্যক্তি করত, তাহলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। এই সংজ্ঞা সামাজিক বিজ্ঞান ও অপরাধবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত।

ফিকহি পরিভাষায় কিশোর (নাবালক/المُراهِق) এর সংজ্ঞা

- **হানাফি মাযহাব**

হানাফি মাযহাবের ইমাম আলা উদ্দীন আবু বকর তার আল-কাসানী গ্রন্থে বলেন,

المُراهِق هُوَ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الحُلْمَ، وَلَا تُجِبُ عَلَيْهِ التَّكَالِيفُ الشَّرْعِيَّةُ

অর্থাৎ, কিশোর হলো সে ব্যক্তি, যিনি বালেগ হননি এবং যার উপর শরীয়তের কোনো পূর্ণ দায়িত্ব (تكليف) আরোপিত নয়।[২]

ফিকহি ব্যাখ্যা: হানাফি ফিকহ মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শরীয়তের পূর্ণ দায়িত্ব-জবাবদিহির আওতায় পড়ে না। তার ওপর হদ্দ, কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয় না। তবে সে যদি তামিযের বয়সে পৌঁছায় অর্থাৎ ভালো-মন্দ পার্থক্য করার সক্ষমতা অর্জন করে তাহলে বিচারকের এখতিয়ারে তাকে তাদিব (শিক্ষামূলক সংশোধনমূলক শাস্তি) দেওয়া যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য শাস্তি নয়; বরং সংশোধন, নৈতিক শুদ্ধি ও আচরণ সংশোধন। হানাফি বিদ্বানদের নিকট কিশোর অপরাধীর করণীয় নির্ধারণের ভিত্তি হলো "তার কাজের পেছনে উদ্দেশ্য ও উপলব্ধি কতটুকু কার্যকর ছিল।" অর্থাৎ, বুঝে-শুনে ক্ষতি করলে তাদিব দেওয়া হয়, আর শিশুসুলভ ভুল হলে ক্ষমা ও সংশোধনই প্রধান পন্থা।

হানাফি মাযহাবে কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত নীতিগুলো অত্যন্ত মানবিক ও বাস্তবভিত্তিক। আধুনিক শিশুমনোবিজ্ঞানও বলে যে, বাল্য ও কৈশোরে মস্তিষ্কের নৈতিক বিচারক্ষমতা পুরোপুরি বিকশিত থাকে না। তাই কঠোর দণ্ডের পরিবর্তে শিক্ষা, দিকনির্দেশনা ও পারিবারিক সহায়তা বেশি কার্যকর। এই প্রেক্ষাপটে হানাফি ফিকহের তাদিবমূলক পুনর্বাসনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রযোজ্য। কিশোর অপরাধের প্রধান সমাধান হওয়া উচিত সংশোধন ও পুনর্বাসন, নৈতিক-আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, পারিবারিক নজরদারি ও শিক্ষা ও সমাজের ভূমিকা বৃদ্ধি।

এভাবে কিশোরকে "অপরাধী" হিসেবে নয়, বরং সংশোধনযোগ্য মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচনা করাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যৌথ সুপারিশ।

- **মালিকি মাযহাব :**

الْبُلُوغُ يَكُونُ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِالسِّنِّ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ

অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার চিহ্ন হলো স্বপ্নে বীর্যপাত বা বয়স। অধিকাংশ মালিকি আলেমদের মতে ১৫ বছর বয়সে কাউকে বালেগ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩]

[2]. āl-kāsānī, ālāuddīn ābu bakar. *Bdạỷ ạssṇạỷ fi trtib ạssrạỷ* (Bairuta: Dārul kutub āl-ilamiẏāh, 1982), v. 7, p. 155

ফিকহি ব্যাখ্যা: মালিকি মাযহাবে বালেগ হওয়ার দুটি সুস্পষ্ট মানদণ্ড রয়েছে-

প্রাকৃতিক লক্ষণ: যেমন স্বপ্নে বীর্যপাত, যা বালেগ হওয়ার নিশ্চিত শারীরিক চিহ্ন।

বয়স ভিত্তিক নির্ধারণ: অধিকাংশ মালিকি ফকিহদের মতে, যদি শারীরিক চিহ্ন দেখা না দেয়, তবে ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হলেই কাউকে বালেগ হিসেবে গণ্য করা হবে। এ বয়সে পৌঁছলে তার উপর নামায, রোযা, হিজাব, শাস্তিসমূহসহ সব শরয়ি দায়িত্ব বর্তাবে। এই বয়সে শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতার সম্ভাবনা বেশি থাকে বলে শারয়ি দায়ভার আরোপকে যথাযথ মনে করা হয়েছে।

একজন গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মালিকি মাযহাবের বালেগত্বের নির্ধারণ (শারীরিক লক্ষণ বা ১৫ বছর বয়স) অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও মানবপ্রকৃতিনির্ভর। বর্তমান মনোবিজ্ঞানও স্বীকার করে যে ১৪-১৫ বছরের কিশোরদের মধ্যে অধিকাংশই নৈতিক দায়িত্ব ও ফলাফল বোঝার সক্ষমতা অর্জন করে। এ বয়সে পৌঁছে অধিকাংশ কিশোরই ইচ্ছাকৃত কাজের ফল সম্পর্কে সচেতন থাকে।

তবে আধুনিক সমাজে কিশোরদের মানসিক বিকাশের গতি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হওয়ায় শাস্তিমূলক আইনের ক্ষেত্রে একটি কাউন্সেলিং ও রিহ্যাবিলিটেশন ভিত্তিক মডেল থাকা প্রয়োজন যা ইসলামী শরীয়তের তাযির, ইসলাহ ও তাওবার সুযোগ প্রদানের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, মালিকি মাযহাবের নির্ধারণ অনুযায়ী বালেগ হলেও–গুরু অপরাধ ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিশোরদের জন্য শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনভিত্তিক ব্যবস্থা অধিক কার্যকর ও শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

- **শাফেয়ি মাযহাব**

المُراهِق هُوَ مَنْ دُونَ الْبُلُوغِ، وَلَا يُؤَاخَذُ عَلَى فِعْلِهِ إِلَّا فِي بَابِ التَّأْدِيبِ

অর্থাৎ, "মুরাহিক (কিশোর) হলো সেই ব্যক্তি, যে এখনো বালেগ হয়নি; আর তার কৃতকর্মের জন্য তাকে শরিয়তগতভাবে দায়ী করা হয় না। তবে শুধু শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার শিক্ষা (তাদিব) ব্যতীত।"[৪]

ফিকহি ব্যাখ্যা: শাফেয়ি ফিকহে বালেগ হওয়ার আগে শিশু যে অপরাধই করুক না কেন, তাকে হদ্দ বা কিসাসের আওতায় আনা হয় না। কেবল তাআদীব–অর্থাৎ সংশোধনমূলক, শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া যায়, যা বিচারকের বিবেচনায় নির্ধারিত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো কিশোরকে শাস্তি নয়, বরং সংশোধন ও নৈতিক উন্নয়ন করা। শাফেয়ি মাযহাবের এই নীতি সমসাময়িক শিশুবিচার ব্যবস্থার সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন যেমন UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) কিশোর অপরাধীদের জন্য Reformative বা পুনর্বাসনমূলক বিচার ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়। শাফেয়ি মাযহাবও একই নীতি

[3]. Ābdullāh dārdīr, muhām'mād ibnē. ā*ssẖrḥ ạlkabir liddardir* (Kāẏrō: Dạr ạlqlm, 1985) , v. 2, p. 262

[4]. Ānnawvi, imām ihiẏā ibanē śārāph. ā*lmjmw lilnạwvi* (Beirut: Dạr ạlfikr, 1987), v. 3, p. 11

অনুসরণ করে, যেখানে কিশোর অপরাধীকে অপরাধী নয়, বরং শিক্ষা ও সংশোধনের উপযোগী ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়।

গবেষকের দৃষ্টিতে, এ দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত মানবিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ; কারণ কিশোর পর্যায়ে অপরাধ সাধারণত পরিবেশগত চাপ, নৈতিক দিকনির্দেশনার অভাব বা সাময়িক আবেগের কারণে ঘটে। ফলে এ বয়সে শাস্তির কঠোরতা নয়, বরং সংশোধন, মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা এবং সামাজিক পুনর্বাসন–এই তিনটি সবচেয়ে কার্যকর।

- **হাম্বলি মাযহাব**

ইবনে কুদামা বলেন,

> الْبُلُوغُ يَكُونُ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ نُمُوِّ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْفَرْجِ أَوْ بِالسِّنِّ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً
>
> অর্থাৎ, "বালেগ হওয়া প্রমাণিত হয়-স্বপ্নদোষ (ইহতিলাম) হওয়া দ্বারা, অথবা লজ্জাস্থানের চারপাশে মোটা/কঠিন লোম গজানো দ্বারা, অথবা বয়স দ্বারা; আর সেই বয়স হলো পনেরো বছর।"।[৫]

অর্থাৎ, হাম্বলি মাযহাবে বালেগ হওয়ার চিহ্ন তিনটি, ১. স্বপ্নে বীর্যপাত, ২. যৌনাঙ্গে ঘন লোমের বৃদ্ধি, ৩. বয়স (১৫ বছর)।

ফিকহি ব্যাখ্যা : হাম্বলি মাযহাব প্রাপ্তবয়স্কতা নির্ধারণে শারীরিক লক্ষণকে অধিক গুরুত্ব দেয়। কোনো শিশু যদি ১৫ বছর পূর্ণ করে বা বালেগ হওয়ার শারীরিক লক্ষণ দেখা দেয়, তবে তার ওপর দায়বদ্ধতা আরোপিত হবে। এর নিচের বয়সে অপরাধ করলে তাকে নাবালক গণ্য করে তাদিবমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হাম্বলি দৃষ্টিভঙ্গি কিশোরদের শারীরিক বৃদ্ধি ও জৈবিক পরিপক্বতার ওপর নির্ভর করে, যা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত। তাই আমার মতে, প্রাপ্তবয়স্কতা নির্ধারণে বয়স, শারীরিক বিকাশ, মানসিক পরিপক্বতা, পারিবারিক পরিবেশ এবং অপরাধের প্রকৃতি–সবকিছুকে একত্রে বিবেচনায় নেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত, কারণ আধুনিক সমাজে দেখা যায় শরীরিক পরিপক্বতা সবসময় মানসিক পরিপক্বতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবুও হাম্বলি মাযহাব শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে স্পষ্টতা প্রদান করে, যা আইনি প্রক্রিয়ায় সুবিধাজনক।

আধুনিক আইনে সংজ্ঞা

আধুনিক আইনে কিশোর অপরাধীর সংজ্ঞা বয়সসীমা দ্বারা নির্ধারিত হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC) অনুযায়ী, ১৮ বছরের নিচে সকল মানুষকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।[৬] বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী, "শিশু" বলতে ১৮

5 Ibanē kudāmā, muhām'mād ābdullāh. ā*lmgẖni leiābn qdāma* (Beirut: Dạr ạlfikr, 1990), v. 9, p. 42

6. United Nations, *Convention on the Rights of the Child:1989*, Article 1

বছরের কম বয়সীকে বোঝায়। তবে দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে ৯-১২ বছর বয়স থেকে আংশিক ও ১২-১৮ বছর বয়সে পূর্ণাঙ্গ কিশোর অপরাধী বিবেচনা করা হয়।[৭]

আধুনিক আইনে বয়সভিত্তিক দায়বদ্ধতা নির্ধারণ একটি প্রয়োজনীয় ও যৌক্তিক পদক্ষেপ। কারণ বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় যে, শিশু ও কিশোরের মস্তিষ্কের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স (যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিবেচনাশক্তি ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করে) ১৮-২০ বছর পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে না। ফলে অপরাধমূলক আচরণ অনেক ক্ষেত্রে অপরিপক্বতা, আবেগী প্রতিক্রিয়া, সামাজিক চাপ বা সুরক্ষামূলক পরিবেশের অভাবের ফল হতে পারে–ইচ্ছাকৃত অপরাধ-মনোবৃত্তির নয়।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক আইনে শিশুদের জন্য আলাদা বিচারব্যবস্থা (Juvenile justice system) প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্যই হলো শাস্তি নয়, বরং সংশোধন ও পুনর্বাসন। বাংলাদেশের শিশু আইন ২০১৩-তে এই আধুনিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি বলা যায়।

কিশোরদের অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করার চেয়ে তাদেরকে সংশোধনযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা অধিক মানবিক, ন্যায়সঙ্গত এবং সামাজিকভাবে লাভজনক। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো সমাজে পরিবার, পরিবেশ, দারিদ্র্য, মাদক ও সহপাঠী চাপ কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির বড় কারণ এগুলো সমাধানের দিকে মনোযোগ দেওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাসে কিশোর অপরাধের ধারণা

প্রাচীন সমাজে: গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় নাবালকদের অপরাধে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শাস্তি দেওয়া হতো। বিশেষ করে রোমান আইনে, ৭ বছর বয়সের নিচে শিশুদের অপরাধের জন্য দায়ী করা হতো না, কিন্তু ১৪ বছর বয়সের পর তাদের পূর্ণ দায়বদ্ধতা ছিল। ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের অপরাধের বিচার নির্ভর করতো তাদের বুদ্ধিমত্তা ও আচরণগত প্রমাণের উপর।[৮]

ইসলামি সভ্যতায়: নাবালকের অপরাধকে প্রশিক্ষণমূলক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ইসলাম প্রথমই শিশু ও কিশোরের জন্য দায়মুক্তির ধারণা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, নাবালক বা বালেগ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে পূর্ণ দায়বদ্ধতা দেওয়া হয় না।

১৮শ শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকায় কিশোর আদালত ও সংশোধনাগারের ধারণা চালু হয়, যা আজ সারা বিশ্বে প্রচলিত। ১৮৯৯ সালে ইলিনয়েসের কুক কাউন্টিতে প্রথম কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আধুনিক কিশোর বিচার ব্যবস্থার সূচনা।[৯]

7. *The Children Act-2013* (Dhaka: Government of Bangladesh: 2013), Sections 3-6

8. Giovanopoulos, George. "Juvenile Justice in the 18th Century." *The 18th-Century Common*. Accessed October 26, 2025, https://www.18thcenturycommon.org/tags/juvenile/

9. "Juvenile Justice History." *Center on Juvenile and Criminal Justice*. Accessed October 26, 2025, https://www.cjcj.org/history-education/juvenile-justice-history

কিশোর অপরাধ কেবল আইনগত নয়; এটি সামাজিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। আধুনিক সমাজে প্রযুক্তি-আসক্তি, পরিবারে অবহেলা, দারিদ্র্য, সহপাঠী চাপ, নৈতিক দিকনির্দেশনার অভাব কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ইসলামী শরীয়ত এই বয়সের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির চেয়ে সংশোধন, দিকনির্দেশনা, পরিবার-সমাজের সহযোগিতা–এই তিনটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তাই রাষ্ট্র ও সমাজের উচিত কিশোরদের অপরাধী হিসেবে নয়, বরং সংশোধনযোগ্য মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা।

কুরআনে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা

ইসলামি শরিয়তে দায়বদ্ধতার সীমা নির্ধারণে ‘সামর্থ্য’ (وُسْعَهَا) ও ‘রুশদ’ কে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন- মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ, “আল্লাহ কোন প্রাণকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।”[১০]

এ আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যেহেতু মানসিকভাবে পূর্ণাঙ্গ নয়, তাই তার ওপর পূর্ণ ফৌজদারি দায়ভার আরোপ করা যায় না।

আল-কুরআনের এই নির্দেশনা কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক নীতির প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। অর্থাৎ, কিশোর অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু প্রতিশোধমূলক বা কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং শিক্ষামূলক এবং নৈতিক পুনর্গঠনকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আধুনিক সমাজে, যেখানে কিশোর অপরাধের পেছনে পারিবারিক ভাঙন, সহপাঠী চাপ, প্রযুক্তি নির্ভরতা এবং মানসিক চাপে অতিরিক্ততা দেখা যায়, কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান আইন ও সামাজিক নীতি প্রণয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হতে পারে।

নাবালক যেহেতু সম্পূর্ণ সচেতনভাবে নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়, তাই তার ওপর পূর্ণ গোনাহ বা ফৌজদারি দায়ভার আরোপ হয় না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“মানুষের জন্য কিছুই নেই, শুধুমাত্র যা সে নিজে অর্জন করেছে।”[১১]

আল-কুরআনের এই নীতি শিশু ও কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে একটি সংশোধনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ, কিশোরদেরকে দণ্ডিত করার আগে তাদের নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করা আবশ্যক। আধুনিক আইন ও ফিকহ উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়–কিশোর অপরাধীরা শুধুমাত্র প্রতিশোধমূলক শাস্তির জন্য নয়, বরং শিক্ষা ও পুনর্গঠনমূলক প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হওয়া

[10]. al-Qurʾān, 2:286
[11]. al-Qurʾān, 53:39

উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি কিশোরদের সমাজে পুনর্বাসন ও সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

আল-কুরআন নাবালকদের জন্য অভিভাবক নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে।

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

অর্থাৎ, “তোমরা অনাথদের পরীক্ষা করতে থাকো; তারপর যখন তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে এবং তোমরা তাদের মধ্যে বুঝ-বুদ্ধির পরিচয় দেখতে পাও, তখন তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।”[১২]

কুরআনের এই নির্দেশনা প্রমাণ করে যে নাবালক অপরাধীদের ক্ষেত্রে শাস্তি বা দায়বদ্ধতা সরাসরি আরোপের পরিবর্তে সংশোধন ও শিক্ষামূলক পদ্ধতি প্রাধান্য পেতে হবে। নাবালকের অপরাধের ক্ষেত্রে সমাজের, পরিবারের বা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা ও নৈতিক পুনর্গঠন কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া, আধুনিক সমাজে কিশোর অপরাধীদের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রভাব বিবেচনায় রেখে কুরআনের এই নীতি একটি নীতি-নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে পারে।

হাদিসে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা

সাধারণত কিশোর অপরাধী দায়মুক্ত। এগুলো নাবালকের দায়-অপেক্ষণ (absence of liability)-এর তাত্ত্বিক ভিত্তি দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

অর্থাৎ, “কলম উত্তোলন করা হয়েছে তিনজনের উপর থেকে: শিশু, পাগল ও নিদ্রিত ব্যক্তি থেকে।”[১৩]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট যে নাবালকের ওপর শরীয়ত কোনো অপরাধের দায়ভার আরোপ করে না। এই হাদীস কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে মানবিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। আধুনিক সমাজে কিশোর অপরাধের পেছনে প্রায়শই মানসিক অসামর্থতা, সামাজিক চাপ এবং পারিবারিক অভাবের মতো কারণ থাকে। হাদীস অনুসারে, কিশোরদের অপরাধের জন্য সরাসরি শাস্তি না দিয়ে, তাদের সংশোধন, শিক্ষামূলক নির্দেশনা এবং মানসিক সহায়তা প্রদান করা উচিত। কুরআন ও হাদিস মিলিয়ে দেখা যায়, কিশোর অপরাধীর জন্য ইসলামী নীতি হলো দায়মুক্তি ও পুনর্বাসন, যা আধুনিক শিশু আইন ও সামাজিক নীতি প্রণয়নের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বালেগ হওয়ার জন্য শরীরগত কিছু লক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে। যেমন- ছেলেদের ক্ষেত্রে স্বপ্নে বীর্যপাত হওয়া এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক শুরু হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

[12]. al-Qurʾān, 4:6
[13]. Ābu dā'ud, muhām'mad ibnē iamā'il. as *Sunān* (Riyād: Dārusālām, 2008), Hadith no: 4398

لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ

অর্থাৎ, "সপ্নে বীর্যপাত হওয়ার পর আর ইয়াতীমত্ব নেই।"[১৪]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় বালেগ হওয়ার পর থেকেই একজন ব্যক্তি সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্বে যুক্ত হয়। এই হাদিস কিশোরদের দায়িত্ব ও আইনি ক্ষমতার মাপকাঠি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফিকহ ও আধুনিক আইন উভয়ের জন্য দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। আধুনিক সমাজে, যেখানে কিশোরদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের হার ভিন্ন, হাদীসের এই নির্দেশনা বালিগ হওয়া বা দায়িত্বশীল হওয়ার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত দায়িত্ব আরোপের আগে কিশোরের শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি বিবেচনা করা উচিত। কিশোর অপরাধী এবং দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার শারীরিক লক্ষণগুলো গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে কাজ করে, যা শিশু পুনর্বাসন ও সংশোধনমূলক নীতি প্রণয়নের জন্য কার্যকর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের ক্ষেত্রে কঠোরতা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি শিশুদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করতেন এবং তাদেরকে কোমল আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ، وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا

আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে দশ বছর ছিলাম। তিনি কখনো আমাকে 'উফ' পর্যন্ত বলেননি। আমি যা করেছি সে ব্যাপারে কখনো বলেননি 'কেন করলে?' এবং যা করিনি সে ব্যাপারেও বলেননি 'কেন করলে না?'[১৫]

এই নীতি থেকে বোঝা যায় যে, শাস্তি নয়, বরং শিক্ষা ও নৈতিক পুনর্গঠনই কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে প্রধান নীতি। কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ই শিশুদের অপরাধের ক্ষেত্রে সরাসরি শাস্তির পরিবর্তে সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনার গুরুত্ব জোর দিয়ে বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই পদ্ধতি আধুনিক সমাজের কিশোর অপরাধ-প্রবণতার প্রতিকারেও প্রযোজ্য। আজকের দিনে কিশোর অপরাধের পেছনে প্রায়শই পারিবারিক ভাঙন, সহপাঠীর প্ররোচনা, প্রযুক্তি নির্ভরতা ও মানসিক চাপে অতিরিক্ততা দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে, রাসূল ﷺ এর নির্দেশিত কোমল ও শিক্ষামূলক পদ্ধতি পুনর্বাসন ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করতে কার্যকর।

এছাড়া, শিশুরা অপরাধ বা ভুল করলে তার অবস্থা, মানসিক সক্ষমতা ও শারীরিক বিকাশের ধাপ বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শুধুমাত্র শাস্তি প্রদানের

[14]. Ibanē mājāh, muhām'mad. *as Sunān* (Kāẏrō: Dār iha'iẏā'uta-turās āl-ārābī, 1992), Hadith no: 3987

[15]. Ibanē hājāja,Muslim. *as Sahīh* (Kāẏrō: Dār iha'iẏā'uta-turās āl-ārābī, 1993), Hadith no: 2594

পরিবর্তে, শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, পরামর্শ, সামাজিক সমর্থন এবং নৈতিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে কিশোরদের পুনর্গঠন করা সম্ভব। ইসলামী নীতি অনুযায়ী কিশোর অপরাধীর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দায়িত্বশীল ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা উচিত।

শিক্ষামূলক শাস্তি (تأديب)

ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমরা তোমাদের সন্তানকে সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়সে না নামায পড়লে শাস্তি দাও।[১৬]

এ হাদিস প্রমাণ করে যে, দায়ভার না থাকলেও শিক্ষামূলক শাস্তি (تأديب) দেওয়া যায়। তবে এটি শাস্তি নয়, বরং শিষ্টাচার ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, কিশোর বা শিশুদের ক্ষেত্রে দায়ভার না থাকলেও শিক্ষামূলক শাস্তি (تأديب) প্রয়োগ করা যায়। তবে এটি কোনো প্রতিশোধমূলক বা দণ্ডমূলক শাস্তি নয়, বরং এটি একটি শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। হাদিসটি শিশু ও কিশোরদের নৈতিক ও আচার-ব্যবহার শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়।

ইসলামি আইনশাস্ত্রে তাদিব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। এটি শাস্তির উদ্দেশ্যে নয়; বরং নৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। ইমাম কাসানি (রহ.) বলেন,

لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يُعَاقَبُ، وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ، وَالتَّأْدِيبُ لَا لِلْعُقُوبَةِ، بَلْ لِلتَّهْذِيبِ وَالتَّعْلِيمِ

অর্থাৎ, "নাবালককে শাস্তি দেওয়া হয় না; বরং তাকে তাদিব (শিক্ষামূলক শাসন) দেওয়া হয়। আর তাদিব শাস্তির জন্য নয়; বরং নৈতিক সংশোধন ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য।"[১৭]

তাদিবের প্রকৃতি সব মাযহাবেই প্রায় একই। এর উদ্দেশ্য হলো-

- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** শিশু বুঝতে শেখে কোন কাজ সমীচীন এবং কোনটি অনুচিত। অপরাধের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে শিশুকে অপরাধ থেকে বিরত রাখা এবং ভবিষ্যতে সুপথে পরিচালিত করা।
- **দায়িত্ববোধ গঠন:** নিজের আচরণ ও কর্তব্য সম্পর্কে দায়িত্বশীল হতে শেখায়।
- **শৃঙ্খলা বজায় রাখা:** পরিবারের এবং সমাজের নৈতিক নিয়মাবলি মেনে চলার প্রাথমিক অভ্যাস গড়ে তোলে।

[16]. Ābu dā'ud, muhām'mad ibnē iamā'il. as *Sunān.* Hadith no: 495

[17]. āl-kāsānī, ālāuddīn ābu bakar. *Bdaẏ ạssṇaẏ fi trtib ạssraẏ.* 370

- **সংশোধনমূলক প্রক্রিয়াঃ** অপরাধ বা ভুল আচরণ প্রমাণিত হলে এটি শিশুকে পুনর্গঠন করতে সাহায্য করে।

এটি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষা তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। যেমন, শিক্ষামূলক শাস্তি (Disciplinary guidance) শিশুদের আচরণগত ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়, যা তাদের ভবিষ্যতে সমাজ ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করে। অতএব, ইসলাম শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন ও নৈতিক শিক্ষাকেন্দ্রিক পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। শিক্ষামূলক শাস্তি (تأديب) শিশু ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ এবং নৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করার একটি দৃঢ় ইসলামী নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত।

তাদিবের মধ্যে থাকতে পারে- মৌখিক সতর্কতা (কোমল ভাষায় ভুল বুঝিয়ে বলা, আচরণ সংশোধনের পরামর্শ, অপরাধের ক্ষতি ও পরিণতি বোঝানো ইত্যাদি), হালকা প্রহার (প্রহারের উদ্দেশ্য শাস্তি নয়; বরং সতর্ক ও সাবধান করা, শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি না করা; সর্বোপরি, প্রহার শেষ পর্যায়ের ব্যবস্থা, প্রথম নয়।) ও সমাজে অপরাধের কুফল বোঝানো (সমাজে অপরাধের ক্ষতি ব্যাখ্যা করা, বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝানো)। তাদিবের প্রধান উপাদানসমূহঃ

সর্বোপরি, তাদিবে করুণা ও দায়িত্ব প্রধান; প্রতিশোধ নয়; কেননা অতিরিক্ত কঠোরতা ইসলামী শরীয়তে নিন্দনীয়।

ইসলামি ফৌজদারি আইন ও কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা

ইসলামী শরীয়তে অপরাধীর দায়বদ্ধতা নির্ধারণে প্রধান শর্ত ২টিঃ বালেগ হওয়া (প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া) ও আকল বা মানসিক সুস্থতা থাকা। এই দুই শর্ত পূর্ণ না হলে শরীয়তের দণ্ডবিধি, যেমন হদ্দ, কিসাস প্রযোজ্য হয় না। নাবালক বা কিশোরকে সরাসরি ফৌজদারি শাস্তির আওতায় আনা যায় না। তবে, নাবালককে শিক্ষামূলক শাস্তি (تأديب) দেওয়া যায়, যা মূলত তার নৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসন, দায়িত্ববোধ এবং শিষ্টাচার গড়ে তোলার জন্য প্রযোজ্য।[18] এছাড়াও ইসলামি ফৌজদারি আইনে অপরাধীর দায়বদ্ধতা নির্ধারণের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে,

১. শাস্তির লক্ষ্য ইসলামী ফৌজদারি আইনে শাস্তি কেবল প্রতিশোধ বা শাস্তি প্রদানের জন্য নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সংশোধন, পুনর্বাসন এবং সমাজে নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা।
২. নাবালক ও কিশোরদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ যেহেতু নাবালকরা মানসিক ও নৈতিকভাবে পূর্ণাঙ্গ নয়, তাদের ওপর সরাসরি দণ্ড আরোপের পরিবর্তে পরামর্শ ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
৩. ফিকহী দৃষ্টিকোণ হানাফি, মালিকি, শাফেই ও হাম্বলি সব মাযহাবই নাবালককে শাস্তির জন্য দায়ী না মনে করে, বরং শিক্ষামূলক ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

[18]. āl-kāsānī, ālāuddīn ābu bakar. *Bdaẏ ạssnạẏ fi trtib ạssrạẏ.* 369

৪. আধুনিক প্রেক্ষাপট আধুনিক শিশু আইন ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, কিশোর অপরাধের পেছনে পারিবারিক অবহেলা, শিক্ষার অভাব, সামাজিক চাপ ইত্যাদি কারণ থাকে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষামূলক শাস্তি এবং নৈতিক নির্দেশনা এই সমস্যার সমাধানে কার্যকর।

ইসলামি ফৌজদারি আইনের এই নীতি কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি নির্দেশ করে যে, দায়বদ্ধতা ও শাস্তি শুধুমাত্র সক্ষম ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, এবং শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও পুনর্বাসনকে প্রাধান্য দিতে হবে। ফলে, ইসলামী নীতি এবং আধুনিক আইন একত্রিত হয়ে কিশোর অপরাধীর জন্য মানবিক ও কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে।

হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি : হানাফি ফিকহে বলা হয়েছে

- নাবালক যদি হত্যাকাণ্ড বা চুরির মতো গুরুতর অপরাধও করে, তবে তার ওপর হদ্দ বা কিসাস আরোপ হবে না;
- তবে ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) নাবালকের সম্পদ থেকে আদায় করা যেতে পারে;
- অভিভাবকের দায়িত্ব হবে নাবালককে নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষা দেওয়া।[19]

হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নাবালকের অপরাধের ব্যাপারে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক যুক্ত করা যায়ঃ

- **দণ্ডবিধি প্রয়োগে অযোগ্যতাঃ** নাবালক যেহেতু মানসিক পূর্ণতা অর্জন করেনি, তাই শরিয়তের হদ্দ (যেমন চুরি, ব্যভিচার বা মাদক সেবনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শাস্তি) এবং কিসাস (হত্যার প্রতিশোধমূলক শাস্তি) তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি মানবিক দিক থেকে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেও করা হয়েছে।
- **দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) প্রয়োগঃ** গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে নাবালকের সম্পদের মাধ্যমে বা অভিভাবকের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। দিয়াত মূলত ক্ষতিপূরণ হিসেবে নির্ধারিত হয় এবং এটি ভুক্তভোগীর পরিবারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।
- **অভিভাবকের দায়িত্বঃ** নাবালকের অভিভাবক বা প্রতিনিধি দায়িত্বশীল থাকবেন। তাদের মূল দায়িত্ব হলো,
  ১. নাবালককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং সমাজে সঠিক আচরণের শিক্ষা দেওয়া।
  ২. নাবালকের অপরাধে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
  ৩. নাবালকের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়নে মনোযোগী হওয়া।
- **শিক্ষা ও প্রভাবঃ** হানাফী ফিকহে নাবালকের জন্য দণ্ডের পরিবর্তে শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এতে শিশুর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা হয়।

[19]. ibanē hāmām, Ābu latif. *fatḥul qadir* (kāẏarō: Maṭbatul amiryah, 1985), 5:281

- **সমাজে প্রভাব:** নাবালক অপরাধ করলে শুধুমাত্র তার শিক্ষা ও দায়িত্বশীলতার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়, যাতে সমাজে অন্য শিশুদের জন্যও ইতিবাচক শিক্ষার প্রভাব থাকে।
- **নির্ধারিত সীমা ও পরামর্শ:** অভিভাবক নাবালককে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে সব ধরনের শিক্ষামূলক ও নৈতিক প্রয়াস করবেন। নাবালক যদি বারবার অপরাধ করে, তবুও শরীয়তের হদ্দ প্রয়োগ হয় না; তবে অভিভাবককে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়।

অন্যান্য মাযহাবের সাথে তুলনা

- মালিকি মাযহাব: নাবালকের অপরাধের জন্য তার ওপর দণ্ড আরোপ হয় না, তবে অভিভাবকের ওপর দায়িত্ব বর্তায়।[২০]
- শাফেয়ি মাযহাব: নাবালকের অপরাধে কিসাস প্রযোজ্য নয়; তবে তাদিব বা সংশোধনমূলক শাস্তি দেওয়া বৈধ।[২১]
- হাম্বলি মাযহাব: নাবালকের জন্য হদ্দ নেই; তবে তাযির (বিচারকের নির্ধারিত হালকা শাস্তি) প্রয়োগযোগ্য।[২২]

মাযহাব	নাবালকের ওপর হদ্দ/কিসাস	তাযির/শাস্তি	ক্ষতিপূরণ (দিয়াত)	অভিভাবকের দায়িত্ব	মন্তব্য
হানাফি	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	নাবালকের সম্পদ থেকে আদায় সম্ভব	নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষা দেওয়া	শিক্ষামূলক ও নৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেয়া
মালিকি	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	অভিভাবকের মাধ্যমে আদায় সম্ভব	শিক্ষামূলক ও পর্যবেক্ষণ	নাবালকের পুনর্ব্যবহার ও শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ
শাফেয়ি	কিসাস প্রযোজ্য নয়	তাদিব (শিক্ষামূলক শাস্তি) প্রযোজ্য	প্রযোজ্য নয়	সংশোধন ও শিক্ষা দেওয়া	আচরণ সংশোধন ও নৈতিক উন্নয়ন মূল লক্ষ্য

[20]. Ibanē rusd, muhām'mād ibn ābdullāh. *Bdāyẗ ālmjthd wnhāyt ālmqtasd* (Beirut: Dār al marifā, 1987), 2:398

[21]. Ānnawvi, imām ihiẏā ibanē śārāph. ā*lmjmw lilnạwvi* (Beirut: Dạr ạlfikr, 1987), 20:142

[22]. Ibanē kudāmā, muhām'mād ābdullāh. 89

হাম্বলি	হদ্দ প্রযোজ্য নয়	তাযির (বিচারক নির্ধারিত হালকা শাস্তি) প্রযোজ্য	প্রযোজ্য নয়	শিক্ষামূলক নজরদারি	নাবালকের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে

ইসলামি রাষ্ট্রে কিশোর অপরাধীর জন্য প্রযোজ্য দণ্ডবিধি

ইসলামি ফৌজদারি আইনে শাস্তি মূলত চার শ্রেণিতে বিভক্ত। তবে কিশোর বা নাবালকের ক্ষেত্রে সকল শাস্তি সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। নাবালক মানসিক পূর্ণতা অর্জন করেনি, তাই হদ্দ ও কিসাস তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

- হদ্দ (الْحَدُّ): আল্লাহর সরাসরি নির্ধারিত কঠোর শাস্তি, যেমন চুরি, যৌন অপরাধের শাস্তি।
- কিসাস (الْقِصَاصُ): প্রতিশোধমূলক শাস্তি, বিশেষত হত্যা বা আঘাতের ক্ষেত্রে।
- দিয়াত (الدِّيَةُ): ক্ষতিপূরণ বা রক্তমূল্য।
- তাযির (التَّعْزِيرُ): বিচারকের Discretion অনুযায়ী হালকা বা শিক্ষামূলক শাস্তি।[২৩]

শাস্তি	সংজ্ঞা	কিশোরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা
হদ্দ (الْحَدُّ)	আল্লাহর সরাসরি নির্ধারিত কঠোর শাস্তি, যেমন চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান	প্রযোজ্য নয়; শিক্ষামূলক ব্যবস্থা বা তাদিব গ্রহণযোগ্য
কিসাস (الْقِصَاصُ)	প্রতিশোধমূলক শাস্তি, বিশেষত হত্যা বা আঘাতের ক্ষেত্রে	প্রযোজ্য নয়; তবে ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) আদায় সম্ভব
দিয়াত (الدِّيَةُ)	ক্ষতিপূরণ বা রক্তমূল্য	নাবালকের সম্পদ থেকে বা অভিভাবকের মাধ্যমে আদায় করা যায়
তাযির (التَّعْزِيرُ)	বিচারকের নির্ধারিত হালকা বা শিক্ষামূলক শাস্তি	মূলত প্রযোজ্য; শিক্ষামূলক শাস্তি, নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা, সমাজে অপরাধের ক্ষতি বোঝানো

কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগের মূল লক্ষ্য শাস্তির মাধ্যমে প্রতিশোধ নয়, বরং শিক্ষামূলক ও নৈতিক সংশোধন। হদ্দ ও কিসাস না থাকলেও তাযির ও দিয়াত কার্যকর করার মাধ্যমে কিশোরকে সমাজে পুনরায় সুসংহত করা সম্ভব। এই চার ধরনের শাস্তির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ হলো-

[23]. Ibanē kudāmā, muhām'mād ābdullāh. 89

শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি: কিশোর অপরাধীর আচরণ সংশোধনের জন্য তাদিব বা হালকা শাস্তি প্রয়োগ করা উচিত।

অভিভাবকের ভূমিকা: অভিভাবক কিশোরকে নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

সমাজে সচেতনতা: কিশোরকে সমাজে অপরাধের ক্ষতি বোঝানো এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান জরুরি।

দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব: কিশোরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে এই শিক্ষামূলক ব্যবস্থা টেকসই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, সমাজের কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামি ফিকহের এই নীতি সমসাময়িক সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্যও প্রাসঙ্গিক। আধুনিক সমাজে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে শিক্ষামূলক শাস্তি ও অভিভাবকের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ অত্যন্ত কার্যকর।

বাস্তব প্রয়োগের ঐতিহাসিক নজির

ইসলামের ইতিহাসে কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে হালকা শাস্তি ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা (تعزير) প্রয়োগ করা হতো। মূল উদ্দেশ্য ছিল পুনর্বাসন ও নৈতিক শিক্ষা, যাতে তারা সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। ইসলামের ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে, কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে হালকা শাস্তি এবং শিক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে।

মদিনার শিশু আদালত: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় মদিনার শিশু আদালতে দেখা গেছে, যদি কোনো শিশু সামান্য চুরি বা আচরণবিধি লঙ্ঘন করত, তবে সরাসরি শাস্তি না দিয়ে পরিবারের সাথে পরামর্শ এবং শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো।[২৪]

উমাইয়্যা যুগ: উমাইয়্যা শাসকরা নাবালকের অপরাধে হালকা শাস্তি প্রয়োগ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শিশু যদি স্থানীয় বাজারে সামান্য প্রতারণা করত, তবে তাকে শাস্তি না দিয়ে সমাজ ও পরিবারকে শিক্ষামূলক হস্তক্ষেপে যুক্ত করা হতো, যাতে অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।[২৫]

আব্বাসিয়া যুগ: আব্বাসিয়া শাসকবৃন্দ শিশুদের জন্য পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। যেমন, ছোটখাটো লুটপাট বা স্কুলে অসদাচরণের জন্য শিশুদেরকে জেল বা কঠোর শাস্তি না দিয়ে শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো হতো, যাতে তারা সঠিক আচরণ শিখতে পারে।[২৬]

আধুনিক আইনে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ

কিশোর অপরাধ সম্পর্কে বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনে বয়সভিত্তিক দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে:

[24]. āl-kāsānī, ālāuddīn ābu bakar. *Bdaỵ̉ ạssnạỵ̉ fi trtib ạssrạỵ̉.* 155
[25]. Ābu yusup, Kitābul kẖarāj (kāẏrō: Dārul māʻāripa, 1979), 149
[26]. Āhmas Safi, tarikẖul qdaʾ fil Islam (Kāẏrō: Dar ạlfkr alaʿrabi, 1995), 122

- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC, 1989): **১৮** বছরের নিচে সকল ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৭]
- Beijing Rules (1985): কিশোর অপরাধীদের জন্য আলাদা বিচার ব্যবস্থা এবং সংশোধনাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।[২৮]
- জাতিসংঘের অন্যান্য নির্দেশনা: কিশোর অপরাধীদের শাস্তি সর্বোচ্চ সীমাবদ্ধ করা এবং শিক্ষামূলক পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।[২৯]

বাংলাদেশের আইন

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধীদের জন্য **'বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩' শিরোনামে** বিশেষ আইন রয়েছে, এ আইনের কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত ধারাসমূহ হলো-

- শিশু (১৮ বছরের কম বয়সী) অপরাধীকে পূর্ণবয়স্কদের মতো শাস্তি দেওয়া হয় না।[৩০]
- শিশু আদালত এবং সংশোধনাগারের ব্যবস্থা রয়েছে।[৩১]

অন্যান্য দেশের উদাহরণ

- ভারত: Juvenile Justice Act অনুযায়ী **১৮** বছরের নিচে অপরাধীরা বিশেষ আদালতে বিচারপ্রাপ্ত।[৩২]
- যুক্তরাষ্ট্র: কিশোর আদালত এবং কারাগারের ব্যবস্থা, পুনর্বাসন ও শিক্ষার উপর গুরুত্ব।[৩৩]
- ইউরোপ: শিশুদের শাস্তি প্রধানত সামাজিক সংশোধন ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে।[৩৪]

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে বাংলাদেশের আইন, আর্ন্তজাতিক আইন এবং বিভিন্ন দেশের আইনে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতার সম্পর্কিত নিম্নোক্ত সাধারণ মূলনীতিসমূহ প্রতিয়মান হয়-

[27]. United Nations, *Convention on the Rights of the Child, 1989* (New York: United Nations, 1989), Article. 1
[28]. United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules) (New York: United Nations, 1985), Article- 2.3
[29]. *UN Committee on the Rights of the Child* (Geneva: United Nations, 2007), General Comment No. 10
[30]. *The Children Act, 2013* (Dhaka: Government of Bangladesh, 2013), Sections. 3.1
[31]. *The Children Act, 2013* (Dhaka: Government of Bangladesh, 2013), Sections. 16, 59-61
[32]. Union of India, *The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015* (Amendment Act, 2021) (India : Ministry of Law & Justice, 23 of 2021), Section. 3
[33]. Juvenile Justice and Delinquency Prevention act, 1974 (Amended 2018) (USA: U.S. Congress, 1974), SEC. 101. 34, U.S.C. 11101
[34]. Council of Europe, *European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or Measures* (Recommendation CM/Rec (2008)11)

- শাস্তি নয়, সংশোধন: কিশোর অপরাধীর মূল লক্ষ্য শিক্ষামূলক পুনর্বাসন।
- আদালতের বিশেষ সুবিধা: শিশু আদালত, গোপন বিচার, পত্রিকা রিপোর্টে প্রকাশ সীমিত।
- সমাজ ও পরিবার সমন্বয়: পরিবার, স্কুল, সমাজকে পুনর্বাসনের অংশীদার হিসেবে দেখানো।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়	ইসলামী ফৌজদারি আইন	আধুনিক আইন (বাংলাদেশ/ আন্তর্জাতিক)
দায়বদ্ধতার মূল শর্ত	বালেগ ও আকল	বয়সভিত্তিক (প্রধানত ১৮ বছরের নিচে শিশু)
শাস্তির ধরন	হদ্দ ও কিসাস নাবালকের জন্য নয়; তাদিব বা শিক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য	শাস্তি সীমিত; সংশোধনাগার ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রযোজ্য
ফোকাস	সংশোধন, নৈতিক শিক্ষা, পুনর্বাসন	সংশোধন, পুনর্বাসন, সামাজিক নিরাপত্তা
পরিবার ও সমাজের ভূমিকা	পরিবার ও সমাজ প্রধান দায়িত্বশীল	পরিবার ও রাষ্ট্র সমন্বয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
দায়িত্বের শুরু	বালেগ হওয়ার পর	বয়স অনুযায়ী ধাপে ধাপে (৯-১৮ বছরের মধ্যে ভাগ)

সুপারিশমালা

ক. সমন্বিত নীতি প্রণয়ন: ইসলামি ফিকহে নাবালকের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক নীতিকে আধুনিক শিশু আইন ও মানবাধিকার কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় করে একটি বাস্তবভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এতে ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় থাকবে এবং আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার মানদণ্ডও রক্ষা পাবে।

খ. শিক্ষামূলক পুনর্বাসন ব্যবস্থা: শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে নাবালকদের জন্য কুরআন ও নৈতিক শিক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং এবং সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চালু করা উচিত, যাতে তারা অপরাধ থেকে ফিরে এসে সুস্থ জীবনধারায় যুক্ত হতে পারে।

গ. পরিবার ও সমাজের ভূমিকা জোরদার: নাবালকের সংশোধনে পরিবার, মসজিদ, স্কুল ও স্থানীয় সমাজকে দায়বদ্ধ করে তাদিবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, যাতে শিশু একা নয়, সম্মিলিত তত্ত্বাবধানে সংশোধনের সুযোগ পায়।

ঘ. কিশোর আদালত ও সংশোধনাগার সম্প্রসারণ: শিশুদের জন্য আলাদা বিচারব্যবস্থা, বিশেষায়িত কিশোর আদালত এবং সংশোধনাগার বৃদ্ধি করা জরুরি, যেখানে দণ্ড নয়, পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণই হবে মূল লক্ষ্য।

ঙ. মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ: কিশোরদের মানসিক বিকাশ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আবেগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক ও মনোবিজ্ঞানীর মাধ্যমে নিয়মিত সেশন চালু করা প্রয়োজন, যাতে তারা দায়িত্বশীল ও সহনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

উপসংহার

এই গবেষণাপত্রে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা ও সংশোধনব্যবস্থা বিষয়ে ইসলামি ফৌজদারি আইন, কুরআন-সুন্নাহ, ফিকহি গ্রন্থ এবং আধুনিক শিশু আইন ও মানবাধিকার কাঠামোর আলোকে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম নাবালকের ওপর শাস্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নয়; বরং তাদিব বা শিক্ষামূলক শাস্তি, সংশোধন ও নৈতিক উন্নয়নই মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। নাবালক যেহেতু পূর্ণভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) নয়, তাই তার অপরাধকে কেবল আইনভঙ্গ হিসেবে নয়, বরং চরিত্রগঠন ও সামাজিক পুনর্গঠনের একটি সুযোগ হিসেবে দেখা হয়েছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ শিশুদের প্রতি দয়া, সহনশীলতা ও শিক্ষামূলক আচরণের নির্দেশ দেয়; আর হানাফি ফিকহসহ অন্যান্য মাযহাবেও নাবালকের ক্ষেত্রে শাস্তির পরিবর্তে তাদিব বা শিক্ষামূলক শাস্তি ও পুনর্বাসনের নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আধুনিক আইনব্যবস্থাও শিশু অপরাধীদের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক বিচার, বিকল্প শাস্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই দুই ধারার মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান, যা সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে। অতএব বলা যায়, ইসলামি নীতি ও আধুনিক আইন সাংঘর্ষিক নয়, বরং সমন্বিতভাবে পরিপূরক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, তবে নাবালক অপরাধীদের শুধুমাত্র দণ্ডিত নাগরিক নয়, বরং নৈতিক, দায়িত্বশীল ও সমাজসচেতন মানুষে রূপান্তর করা সম্ভব। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে একটি নিরাপদ, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Bibliography

al-Qur᾽ān al-Karīm

Ābdullāh dārdīr, muhām'mād ibnē. ā*ssẖrḥ ạlkabir liddardir* (Kāẏrō: Dạr ạlqlm, 1985)

Ābu dā'ud, muhām'mad ibnē iamā'il. as *Sunān* (Riẏād: Dārusālām, 2008)

Ābu yusup, Kitābul kẖarāj (kāẏrō: Dārul mā‘āripa, 1979)

Ahangaran, Mohammad Rasool & Abbasi, Zahra., “The Age of Criminal Responsibility in Children: Some Islamic Views”, *International Journal of Pediatrics,* Vol.3, N.4-1, Serial No.19, Jul 2015, pp. 777-787

Āhmas Safi, tarikẖul qdaʾ fil Islam (Kāẏrō: Dar ạlfkr alaʿrabi, 1995)

āl-kāsānī, ālāuddīn ābu bakar. *Bdạẏ ạssṇạẏ fi trtib ạssrạẏ* (Bairuta: Dārul kutub āl-ilamiẏāh, 1982)

Ānnawvi, imām ihiẏā ibanē śārāph. ā*lmjmw lilnạwvi* (Beirut: Dạr ạlfikr, 1987)

Brigadier General S M Anwar Hossain, ndc, afwc, psc. 2025. "JUVENILE DELINQUENCY: A STUDY ON TEENAGE GANG CULTURE IN DHAKA CITY". *NDC E-JOURNAL* 5 (1). Dhaka, Bangladesh:01-24. https://ndcjournal.ndc.gov.bd/ndcj/index.php/ndcj/article/view/403

Council of Europe, *European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or Measures* (Recommendation CM/Rec(2008)11)

Durkheim, E. *The Division of Labor in Society*. Paris: Alcan, 1893.

Durkheim, *E. The Division of Labor in Society*. Paris: Alcan, 1893.

Giovanopoulos, George. "Juvenile Justice in the 18th Century." *The 18th-Century Common*. Accessed October 26, 2025. https://www.18thcenturycommon.org/tags/juvenile/

Ibanē hājāja,Muslim. *as Sahīh* (Kāẏrō: Dār iha'iẏā'uta-turās āl-ārābī, 1993)

Ibanē kudāmā, muhām'mād ābdullāh. ā*lmgẖni leiābn qdāma* (Beirut: Dạr ạlfikr, 1990)

Ibanē mājāh, muhām'mad. *as Sunān* (Kāẏrō: Dār iha'iẏā'uta-turās āl-ārābī, 1992)

Ibanē rusd, muhām'mād ibn ābdullāh. *Bdāẏẗ ālmjthd wnhāyt ālmqtasd* (Beirut: Dār al marifā, 1987)

Islam, Mohammad Saiful. "Criminal Accountability and Juvenile Offenders: A Study under Islamic Principles, International Law and the Children Act, 2013", *International Journal of Ethics in Social Sciences*. Vol.3, No. 2, December 2015, pp.51-62

Juvenile Justice and Delinquency Prevention act, 1974 (Amended 2018) (USA: U.S. Congress, 1974), SEC. 101. 34, U.S.C. 11101

"Juvenile Justice History." *Center on Juvenile and Criminal Justice*. Accessed October 26, 2025. https://www.cjcj.org/history-education/juvenile-justice-history

Mā'ōlānā ābdul haq, islāmē śāsti ō sanśōdhan nīti (caṭṭagrām: Islāmik pāblikēśans, 2017)

Md. Raphikul islām, kiśōra aparādha ō bānlādēśa (ḍhākā: I'unibhārsiṭi prēsa limiṭēḍa, 2015)

Md. Tajul Islam, "Juvenile Delinquency in Bangladesh: Identifying the causes with prevention and rehabilitation", *Technium Social Sciences Journal*, 20(1), 308–317 (2021). https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3561/1303

Moffitt, T. E. *Adolescent-Limited vs Life-Course-Persistent Antisocial Behavior*. 1993.

Muhammad Sayedul Haque, "Causes and Remedies of Juvenile Delinquency: Perspective Islamic Law", *Islami Ain O Bichar*, Vol. 16 No. 64 (2020): 99–124, https://www.islamiainobichar.com/index.php/iab/article/view/186/158

muphti muhām'mad phajalul karim, "islāmē nābālakēr aporādha ō tādībēr bidhān", māsik āl-kā'usār (Dhaka, 2020)

Nourddine, Dr. Amari & Elmabrouk, Dr. Mansouri. "Criminal Responsibility Of Juveniles In Secular Law And Islamic Jurisprudence". Russian Law Journal, Volume -XII (2024), Issue 2, pp. 2780-2789

Piaget, J. *The Psychology of Intelligence*. New York: Routledge, 1950.

S. M. Shah. Juvenile Delinquency in South Asia. Dhaka: Academic Press, 2018.

Samudin, Dr. Siti Aisyah., Hanafi, Dr. Hanira & Afendi, Siti Hajar Mohd. "The Interpretation of Age of Criminal Responsibility for Juvenile Offenders from the Perspectives of Islamic Jurisprudence and Malaysian Law". Journal of Propulsion Technology, Vol. 44, No.4 (2023), pp.3938- 3946

The Children Act, 2013 (Dhaka: Government of Bangladesh, 2013)

UN Committee on the Rights of the Child, General Comment (Geneva: United Nations, No. 10, 2007)

UNICEF Bangladesh, Family Environment and Child Development, 2019.

UNICEF. *Child Protection and Juvenile Rehabilitation*, 2021.

Union of India, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (AMENDMENT ACT, 2021) (India : Ministry of Law & Justice, 23 of 2021), Section. 3

Union of India, *The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015* (Amendment Act, 2021) (India : Ministry of Law & Justice, 23 of 2021), Section. 3

United Nations, *Convention on the Rights of the Child, 1989* (New York: United Nations, 1989)

United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules) (New York: United Nations, 1985)

World Bank, Youth Employment and Education Report, Washington D.C., 2020.